চারটি কবিতা

উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

অপেক্ষা পাথর হয়

দিঘিটিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই
সে তো শুধু ছায়াজল চেনে
গাছ চেনে আকুল বন্দিশ
কবেকার পাখিজন্ম— ভুল নাকি জেনে

নদীর ওপারে আজও আটবিক মায়া
অবেলায় হাতছানি দেয়
এপারে শৈশব-গ্রাম, শান্ত ধুপছায়া
হারিয়ে ছড়িয়ে কোলে নেয়

অপেক্ষা পাথর হয় প্লাস্টারের নীচে
ঘাটের সিঁড়িটি শুধু জানে
ইচ্ছেসুখ, বেঁচে থাকা, শেওলা-সান্ত্বনা সব মিছে
গোপন সন্ধ্যা-বৃষ্টি, বেজে ওঠে ইমনকল্যাণে।

ঝাপসা

এই হাত কোনোদিন ধরেছিলি নাকি?
দিঘিটিতে ধুপছায়া স্পর্শে-জলে মনে পড়ে তা কি?

আজ শুধু মরা ডালে চাঁদ ঝোলে তুলনারহিত
সাপের খোলস থেকে ঝরে শুধু শীত আর শীত

গাছটি পাতার শোকে নুয়ে পড়ে মৌন কোলাহলে
চিলছাদে পায়রা ডাকে, জলপিঁড়ি অপেক্ষার ছলে
এই শুধু বসে থাকা, জানালায় বিষাদমেঘ এসে
ঝাপসা পৃথিবী আঁকে কাচকে শান্ত-ভালোবেসে।

হাইফেন ২

পা বাড়ালেই রক্ত
ঝরে পড়া পাতায় লেখা
জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে
হাইফেনটুকু মুছে দিই
জানি রঙের সার থেকে বড়ো হওয়া গাছেরাও
একদিন ছায়া দিতে অস্বীকার করবে
তবু আলো আর অন্ধকারের মাঝের
এই আড়ালটুকুই আমার পছন্দ

সূর্যের দিকে মুখ করে হাঁটতে হাঁটতে
যখন ছায়া হচ্ছিলাম
তখন নয়ানজুলিতে আমার প্রতিবিম্ব
বলেছিল, 'তোকে চিনি না'।

ধারক

ভালোবেসে দিলে চুন-খয়েরই যথেষ্ট
নাই-বা থাকল চমনবাহার
একান্ত পান পাতা চাই
ধারক এবং অংশ ও সমগ্রে

বিরহপ্রবণ এলাকায় না থাকুক নিরীহ নদীটি
হেমন্তের কুয়াশায় অস্পষ্ট সেতুটি ভাঙে
রাখালিয়া বাঁশি বাজে একক পুলিনে।